দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 07 JUN 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার এখন আলোর মুখ দেখেনা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এক স্থবিরতা বিরাজ করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ নগণ্য। যদিও আবৃত্তিতে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রী অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু ছাত্রদের অংশগ্রহণের হার বিন্দুর পর্যায়ে পৌঁছেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র টি,এস,সি-তে প্রতিদিন বসে এক অপূর্ব মিলন মেলা। এখানে গোটা দেশের উদীয়মান তারুণ্যের এক সরব উপস্থিতি। মুক্তমনে চলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি জ্ঞান বিকাশের অবাধ বিচরণ। অনেকগুলো সংগঠন তাদের নানাবিধ কার্যক্রম চালায় টি,এস,সি-র রুমে রুমে। চর্চা শুধু এখানেই।

একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য পদক দেয়া হত। যা বর্তমানে লুপ্ত, ডাইনোসর গল্পের মতো।

এ ব্যাপারে উপ-রেজিষ্ট্রার (শিক্ষা) মুহম্মদ সেলিম সাহেবের সাথে যোগাযোগ করলে জানান– সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর অবদানের জন্য 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার' দেয়া হয়। সাহিত্য, সঙ্গীত ও আর্ট–এই তিনটি বিষয়ে প্রতিবছর ২০০০ টাকা হারে মোট তিনটি পুরস্কার ও সম্মান স্বরূপ পদক দেয়ার রীতি। পদকগুলো সিলভার-এর উপর গোল্ডেন প্রলেপ দেয়া থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসেই অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার সাথে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর অবদানের জন্য 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার' বিতরণ করা হয়। এই পুরস্কারগুলো টি.এস.সি-র পরিচালক সাধারণত দিয়ে থাকেন। ১৯৮৯ সনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে টি.এস.সি-র পরিচালক মরহুম এ, জেড, খান দিয়েছিলেন। অবশ্য এর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আর পালিত হয়নি। সেইসাথে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পদকগুলো যেন ঘুমিয়ে আছে। তবে উপ-রেজিষ্ট্রার (শিক্ষা) জানান যে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' ছাড়াও যে কোন একটি শিক্ষাবর্ষ ধরে তা' সচল রাখার চিন্তা-ভাবনা চলছে।

কথায় আছে 'বিজয়ের চেয়ে অংশগ্রহণই বড় কথা'। এই প্রবাদের সূত্র ধরেই বলতে হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার' চালু থাকা একান্ত আবশ্যক। এতে করে প্রতিযোগিতার ধারাবাহিকতা অগ্রসর হবে এবং সাথে সাথে মননশীলতা বিকশিত হবে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সাথে যুক্ত থাকা মানে মেধার যথার্থ বিকাশ সাধন করা। যাতে চিন্তা ও মননশীলতার উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই উপলক্ষে প্রয়োজন সাহিত্য ও সংস্কৃতির যথার্থ চর্চা। আর এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন নিয়মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নতুবা নির্বাচিত ডাকসু ও হল সংসদের উপর আগামী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব কার্যত (বাহ্যিকভাবে নয়) আরোপ করা উচিত। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে অন্ততপক্ষে বার্ষিকী পালনের মাধ্যমে মান-ইজ্জত রক্ষার প্রয়াস থাকবে। তাহলেই বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা ডাকসুর মাধ্যমে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে। উদ্যমী তরুণ-তরুণীদের অংশগ্রহণে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্জীবপ্রায় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন। তাহলেই হয়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার হৃত গৌরবের একটি দিক ফিরে পাবে। এক্ষেত্রে অবশ্য কর্তব্য বন্ধ হয়ে যাওয়া পদকগুলো আবার চালু করা। ❑ পার্থ সারথি